সমবায় বাজার পরিচালনা নীতিমালা-২০১৩

সমবায় অধিদপ্তর
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমবায় অধিদপ্তর,

সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.coop.gov.bd

স্মারক নং- ৫৩/১২(সিএমপিসি)-১০৫ তারিখঃ ০১/০৯/২০১৩ খ্রিঃ

বিষয়ঃ সমবায় বাজার পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৩

কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি এবং ভোক্তাদের নিকট উক্ত পণ্য প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে সরবরাহ করার জন্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে সারা দেশে সমবায় বাজার চালু করা হয়েছে। সমবায় বাজারকে অর্থনৈতিক মডেল হিসেবে গড়ে তোলা, সমবায়ী প্রচেষ্টার মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম হ্রাস করার মাধ্যমে পণ্য বিতরণ, পরিবহণ ও বিপণনসহ সকল ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটেই সমবায় বাজার মডেলকে স্থায়ী ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সরকার কর্তৃক **"সমবায় বাজার পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৩"** অনুমোদিত হয়েছে।

অনুমোদিত **"সমবায় বাজার পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৩"** সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে জারি করা হল।

মো. হুমায়ুন খালিদ
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
ফোন ঃ ৯১৪১১৩১

বিতরণ ঃ

০১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ।
০২. সিনিয়র সচিব (সকল) ..... ।
০৩. সচিব (সকল) ..... ।
০৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা ।
০৫. মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, আব্দুল গনি রোড, ঢাকা ।
০৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, কাওরানবাজার, ঢাকা ।
০৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া ।
০৮. মহাপরিচালক, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা ।
০৯. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা ।
১০. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা ।
১১. মহাপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ঢাকা ।
১২ মহাপরিচালক ,কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা ।
১৩. চেয়ারম্যান, টিসিবি, কাওরান বাজার, ঢাকা ।
১৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী রোড, ঢাকা ।
১৫. চেয়ারম্যান, বিএডিসি, মতিঝিল, ঢাকা ।
১৬. প্রধান বন সংরক্ষক, বন ভবন,আগারগাঁও, ঢাকা ।
১৭. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা ।
১৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা (দক্ষিণ)/(উত্তর) সিটি কর্পোরেশন , ঢাকা ।
১৯. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ খুলনা/রাজশাহী/রংপুর/সিলেট/বরিশাল ।
২০. উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ খুলনা/ রাজশাহী/রংপুর/সিলেট/ বরিশাল ।
২১. আঞ্চলিক পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ..... বিভাগ ।
২২. আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ..... বিভাগ ।
২৩. উপ-পরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ..... বিভাগ ।
২৪. বিভাগীয় মৎস্য কর্মকর্তা ..... বিভাগ ।
২৫. বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ..... বিভাগ ।
২৬ . যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় ..... বিভাগ ।

২৭. জেলা প্রশাসক ..... জেলা।
২৮. পুলিশ সুপার ..... জেলা।
২৯. উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ..... জেলা।
৩০. জেলা মৎস্য সম্পদ কর্মকর্তা ..... জেলা।
৩১. জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ..... জেলা।
৩২. নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ..... জেলা।
৩৩. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক..... জেলা।
৩৪. উপ-পরিচালক, বিআরডিবি ..... জেলা।
৩৫. জেলা সমবায় কর্মকর্তা ..... জেলা।
৩৬. সহকারী বন সংরক্ষক ..... জেলা।
৩৭. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ..... উপজেলা।
৩৮. উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ..... উপজেলা।
৩৯. উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ..... উপজেলা।
৪০. উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ..... উপজেলা।
৪১. উপজেলা বন সংরক্ষক কর্মকর্তা ..... উপজেলা।
৪২. উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা ..... উপজেলা।
৪৩. উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ..... উপজেলা।
৪৪. থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ..... থানা।
৪৫. উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) ..... উপজেলা।
৪৬. উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা ..... উপজেলা।

সমবায় বাজার পরিচালনা নীতিমালা-২০১৩

ক. প্রস্তাবনা (Preamble)ঃ

উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সরকারি-বেসরকারি খাতের পাশাপাশি সমবায় পদ্ধতির ব্যবহার সারা বিশ্বেই স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে সুদীর্ঘকাল টিকে থাকার মধ্য দিয়ে সমবায় ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা ও উপযুক্ততা প্রমাণিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর ১৩ (খ) নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তি মালিকানা খাতের মাঝ খানে সমবায়-কে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্থান দেয়া হয়েছে। আমাদের দেশে সরকারি ও ব্যক্তিখাতের তুলনায় সমবায় খাতের ব্যবহার এখনো সীমিত এবং ক্ষেত্র বিশেষে অপরিকল্পিত। তথাপি এ দীর্ঘ যাত্রায় সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অনেক কর্মসূচি সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে সফলভাবে বাস্তবায়নের গৌরবোজ্জ্বল অভিজ্ঞতা রয়েছে।

সমবায়ীরা দীর্ঘদিন ধরেই সমবায় ব্যবস্থার আওতায় উৎপাদনশীল কাজ করে আসছে: কিন্তু দেখা গেছে যে তাদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবার যথাযথ বিপণনের অভাবে তারা আর সমবায়ের আওতায় থাকছে না। এ অবস্থায় সর্বক্ষেত্রে পণ্যের সরবরাহ এবং ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদন ও বিপণন পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের সম্মিলিত ও পরিপূরক প্রয়াস অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে প্রকৃত সমবায় কাঠামো বা নেটওয়ার্কের বিকল্প নেই। এর ফলে সকল পর্যায়ে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদক-ভোক্তা মূল্য পাবে এবং পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত হবে। অন্যদিকে মধ্যসত্বভোগীদের দৌরাত্ব দূরীভূত হবে। এরই ফলশ্রুতিতে প্রচলিত বাজার কাঠামোর সঙ্গে সমবায়ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থাকে সম্পৃক্ত করার জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উদ্যোগে **"সমবায় বাজার পরিচালনা নীতিমালা-২০১৩"** প্রণীত হয়েছে।

খ. সমবায় বাজার পরিচালনা নীতিমালার যৌক্তিক ভিত্তি (Rationale) ঃ

বিশ্বায়নের ঢেউ বাংলাদেশেও কমবেশি দৃশ্যমান। উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ এবং বিরাষ্ট্রীয়করণ বৈশিষ্ট্য-সম্বলিত নতুন মুক্ত বাজার পরিবেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে মূলত বাজার শক্তি দ্বারা। এই ব্যবস্থায় উৎপাদক ও ভোক্তা শ্রেণীকে বঞ্চিত করে লাভবান হচ্ছে মধ্যসত্ত্বভোগীরা। বর্তমান মুক্ত বাজার ব্যবস্থায় উৎপাদক ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। তেমনি ভোক্তারাও ন্যায্য মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করতে পারছে না। এক্ষেত্রে মধ্যসত্ত্বভোগীরা অস্বাভাবিক ও অন্যায্য সুবিধা নিয়ে নিচ্ছে।

সমবায় একটি স্বপ্রণোদিত, গণতান্ত্রিক ও আর্থ-সামাজিক আন্দোলন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের সম্ভাবনা ব্যাপক। এজন্য ১৯০৪ সালে কৃষিখাতকে কেন্দ্র করে আনুষ্ঠানিকভাবে সমবায়ের যাত্রা শুরু হলেও এর উপযোগিতার কারণে অর্থনীতির প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সমবায়ের বিস্তৃতি ঘটেছে। এজন্য বাজার ব্যবস্থায় সমবায়ীদের যুক্ত করে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা, তাদের পুঁজিসহ অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা প্রদান করে জাতীয় স্বার্থে সমন্বিত সমবায় বাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা জরুরী।

গ. নীতিমালার নাম ঃ "সমবায় বাজার পরিচালনা নীতিমালা-২০১৩"

ঘ. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি (Goal & Objectives) ঃ

সমন্বিত সমবায় বাজার নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের স্থিতিশীল সরবরাহ এবং ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(১) সমবায় বাজার ব্যবস্থা চালু করা এবং এ বাজার ব্যবস্থায় সমবায়ীদের অধিকার, স্বার্থ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা;

(২) ন্যায্য মূল্যে ভেজালমুক্ত নিত্য পণ্য দ্রব্যাদি ভোক্তাদের সরবরাহ করা;

(৩) নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার ব্যবস্থায় সমবায়ী সংস্কৃতি (Co-operative Culture) গড়ে তোলা;

(৪) উৎপাদিত পণ্য বাছাই, প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিবহণের কাজে সমবায়ীদের সম্পৃক্ত করা;

(৫) যৌথ ব্যবস্থাপনায় পণ্য পরিবহণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে সমবায় বাজার ব্যবস্থাপনকে অধিকতর লাভজনক ও মূল্য সাশ্রয়ী করা;

(৬) সমবায় আর্দশ ও নীতিমালার ভিত্তিতে সমবায় বাজার নেটওয়ার্কভুক্ত সকল সমবায় সমিতিকে পরিচালনা করার মত পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা;

(৭) বাজার সমবায় সমিতিগুলোকে অর্থনৈতিক মডেল (Economical Model) হিসেবে গড়ে তোলা; যাতে সমবায়ী প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, বন্টন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহণ, বিপণনসহ সকল ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে সমবায়ী উদ্যোগকে পেশা হিসেবে গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা:

(৮) সাধারণ মানুষের মাঝে সমবায় উদ্যোগের মাধ্যমে মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সংরক্ষণ, বন্টন প্রক্রিয়ায় বিপণন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ব্যাপকভাবে যুক্ত করা; মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম বিলুপ্ত করা এবং একই সাথে আয় ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করা;

(৯) সমবায় ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমবায় বাজার ব্যবস্থাকে পেশাদার গবেষকদের দৈনন্দিন গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সমবায় বাজার নীতিমালার মূল লক্ষ্য সহজে অর্জন করা;

(১০) প্রকৃত সমবায়ীদের অধিকতর মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বিপণন পর্যন্ত সকল স্তরে সম্পৃক্ত করে মধ্যস্বত্বভোগীদের অনভিপ্রেত প্রভাব রোধ করা;

(১১) উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থা প্রতিযোগিতায় কার্যকরভাবে টিকে থাকার লক্ষ্যে বাজার নেটওয়ার্কভুক্ত সমিতিগুলোর মধ্যে নেতত্বের বিকাশ এবং যুগোপযোগী উৎপাদন ও বিপণন জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সমিতিগুলোকে অধিকতর উৎপাদনশীল হিসেবে গড়ে তোলার সাথে সাথে সমিতিগুলোর সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

(১২) পণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও বিপণনের প্রতিটি পর্যায়ে যথোপযুক্ত সফটওয়্যার/ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মূল্যের সমতা বজায় রাখা এবং বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখা;

(১৩) পচনশীল পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য কোল্ডষ্টোরেজ প্রতিষ্ঠা এবং এর ব্যবহার নিশ্চিত করা ও পচনশীল পণ্য বিভিন্ন স্থানে দ্রুত পরিবহণের ব্যবস্থা করা।

৬. কৌশলগত বিষয়বস্তু (Strategic Themes) ঃ

(০১) সমবায়ভিত্তিক উৎপাদক গোষ্ঠী সৃষ্টি করা ও মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণঃ

উৎপাদকদের সমন্বয়ে সমবায় সমিতি আইনের আওতায় উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠন করা। একটি উপজেলার কোথায় কোথায় উৎপাদক সমিতি গঠন করার মতো সম্ভাব্যতা রয়েছে সেগুলো উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত কমিটি সভা করে এবং প্রয়োজনে সরেজমিনে যাঁচাই করে সম্ভাব্য এলাকাগুলো তালিকাভুক্ত/ চিহ্নিত করা। অতঃপর স্থানীয়ভাবে উৎপাদকদের নিয়ে বৈঠক করে সমবায় গঠনের উপকারিতা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে সমবায় সমিতি গঠন করা।

উপজেলা কমিটি তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সফটওয়্যারের সহযোগিতায় সমিতিভুক্ত সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের বর্তমান বিপণন অবস্থান, ভবিষ্যৎ বিপণন পরিকল্পনা, উৎপাদনের পরিমাণ, বিপণন ঘাটতি, যৌথ তহবিলসহ পণ্যের মান, পণ্যের মূল্য ইত্যাদি বিষয়ক Profile তৈরী করতে হবে। অন্যদিকে, উৎপাদক সমিতিগুলোর অডিট, মনিটরিং, সমন্বয় সাধন, Input সরবরাহ ইত্যাদির জন্য প্রাথমিক উৎপাদক সমিতি সমন্বয়ে অঞ্চলভিত্তিক কেন্দ্রীয় সমবায় গঠন করা।

(০২) অঞ্চল/এলাকাভিত্তিক পণ্য উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি গঠন ঃ

অঞ্চল/ এলাকাভিত্তিক পণ্য উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশাজীবীর সমন্বয়ে প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠন করা। যেমন ঃ সিলেটের হাওর অঞ্চলে প্রচুর মৎস্য চাষ হয়। এছাড়া রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় আম এবং খেজুরের গুড়, নরসিংদী জেলায় কলা ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের ফসল আবাদ হয়। এভাবে দেশের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ফসল/পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদকদের সংগঠিত করে প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠনপূর্বক তা স্থানীয় প্রশাসনিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কমিটির আওতায় জেলা/উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা জোরালো ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। জেলা/উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে প্রতিটি সমিতির তথ্যপ্রযুক্তির ভিত্তিতে প্রোফাইল সংরক্ষণ করবে।

(০৩)সমবায়ভিত্তিতে উৎপাদনের নিমিত্ত অগ্রাধিকার মূলক পণ্য চিহ্নিত করা ঃ

পণ্যভিত্তিক সমবায় সমিতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন-

- কৃষিজাত পণ্য- সবজি, মাছ, ফলমূল ইত্যাদি;
- বনজ পণ্য- মধু, মোম, বাঁশ, বেত, হোগলা ইত্যাদি;
- শিল্পজাত পণ্য- চা, চিনি, চিংড়ি, বস্ত্র প্রভৃতি শিল্প ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষুদ্র, মাঝারি ও ছোট আকারের শিল্প, মৃৎ শিল্প, কুটির শিল্প;
- পোল্ট্রি পণ্য এবং
- ডেইরি পণ্যসহ স্থানীয় পর্যায়ের সহজলভ্য ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে প্রাথমিক/ কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি গঠনপূর্বক তা স্থানীয় প্রশাসনিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে নিবিড় মনিটরিং করা। এ ব্যাপারে জেলা/উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা জোরালো ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সর্বক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

(৪) পণ্য বাছাইকরণ ঃ

উৎপাদিত পণ্যকে সহজভাবে বহনযোগ্য করা। কৃষিজাত পণ্যগুলো সাধারণত দ্রুত পচনশীল এবং অপ্রয়োজনীয় আবরণ দ্বারা আবৃত হয়ে বেশী ওজনের হয়ে থাকে। এ জন্য অপ্রয়োজনীয় এবং যতটুকু সম্ভব পচন রোধী উপযোগী করে কৃষি পণ্যগুলোকে বাছাই করতে উৎপাদককে উৎসাহিত করা। কোল্ডস্টোরেজ বা অন্য কোন সংরক্ষণাগারে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই বাছাইয়ের উপর বেশি জোর দিতে হবে।

(৫) মধ্যসত্ত্বভোগীদের অপপ্রভাবের অবসান ঘটিয়ে স্বল্প সময়ে উৎপাদক ও বিপণনকারী সমন্বয়ে পণ্য সরবরাহ করাঃ

উৎপাদক ও বিপণনকারী সমন্বয়ে সমবায় সমিতি গঠন করা। এক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ের পণ্যভিত্তিক উৎপাদকের সমন্বয়ে যেমন কেন্দ্রীয় উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। বিপণন পর্যায়ে প্রাথমিক সমিতি/কেন্দ্রীয় বিপণন সমিতি গঠন করা যেতে পারে।

(৬) পণ্য উৎপাদন, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণের সাথে সম্পৃক্ত সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধনঃ

সরকারী বিভিন্ন সংস্থা (যেমন- টিসিবি, খাদ্য অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিআরটিএ, বিআরডিবি, বিএডিসি ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন শিল্প সংস্থা (যেমন- চা, চিনি, চিংড়ি, বস্ত্র ইত্যাদি) এর সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করা। উল্লিখিত সংস্থাগুলোর সাথে প্রয়োজনে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার মাধ্যমে সমবায় বাজার পরিচালনাকে আরো ত্বরান্বিত করতে হবে। এক্ষেত্রে এসকল প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গ্রামগঞ্জের সমবায় সমিতিগুলো বিপণন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। সমিতিগুলো একই সাথে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় কেন্দ্র উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল ক্রয়ের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

সমবায় বাজার পরিচালনাকারী সমিতিসমূহকে বিভিন্ন ভোগ্য পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা; যাতে এ সকল উৎপাদিত পণ্যগুলোর গ্রামগঞ্জে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

(৭) পণ্য ক্রয়ের ব্যবস্থা করাঃ

স্থানীয় সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/মিল গেট থেকে পণ্য ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে সমবায় বাজার কনসোর্টিয়াম লিঃ অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

(৮) পণ্য পরিবহণ ও পরিবেশনঃ

পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা সহজীকরণের জন্য সড়ক ও জল পথে সরকারী টোল এবং ভ্যাট/ ট্যাক্স মওকুফ এর ব্যবস্থা, চাঁদাবাজী প্রতিরোধ এবং পরিবহণে অগ্রাধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করা। এক্ষেত্রে বিআরটিএ, বিআরটিসি, বিআইডব্লিউটিএ এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার্থে নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তরের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন আবশ্যক। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে উল্লিখিত সংস্থাসমূহের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এ উদ্যোগের পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে সমবায় বাজারের নিজস্ব পরিবহণ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা এবং কেন্দ্রীয়/ জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয় সাধনের জন্য কমিটি গঠন করা।

(৯) বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান-ঃ

সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদক গোষ্ঠী শ্রেণীকে পণ্য উৎপাদনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা, অধিক পণ্য উৎপাদন, পণ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং পণ্য উৎপাদনের জন্য বিশেষ করে কৃষিজাত পণ্যের ক্ষেত্রে উন্নতমানের বীজ, সার, মাছের পোনা, কীটনাশক ও আধুনিক প্রযুক্তি ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জাতীয় গঠনমূলক বিভাগ/সংস্থার সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। এছাড়াও বন বিভাগের মাধ্যমে চারা গাছ সরবরাহ ও বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে বনজ উদ্ভিদজাত পণ্যের উৎপাদন বাড়ানো এবং পোল্ট্রি ও ডেইরি পণ্যের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ বিভাগের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

(১০) আধুনিক সংরক্ষণ বা গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা সৃষ্টি করা ঃ

উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিদ্যমান গুদামের ব্যবহার উপযোগীকরণ এবং নতুন নতুন গুদাম স্থাপনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ ছাড়াও খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্য গুদাম, বিআরডিবি'র অব্যবহৃত গুদাম এবং বিএডিসি'র গুদামগুলো ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে উল্লিখিত সংস্থাসমূহের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা।

(১১) কোল্ডষ্টোরেজ স্থাপন ঃ

উৎপাদিত পচনশীল পণ্যসমূহ সংরক্ষনের জন্য কোল্ডষ্টোরেজ স্থাপনের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কোল্ডষ্টোরেজ ভাড়া নেওয়া এবং পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন স্থানে কোল্ডষ্টোরেজ স্থাপন করা।

(১২) পণ্য বীমাকরণ নিশ্চিত করা ঃ

পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য বীমাকরণের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে বীমা কোম্পানির সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(১৩) মূলধন গঠন ঃ

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে উৎপাদক শ্রেণীকে নিয়ে গঠিত প্রাথমিক/কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন/পুঁজির ব্যবস্থা করা। ঋণ প্রদানে সহযোগিতা করার জন্য বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা অতীব জরুরী। এক্ষেত্রে সমিতির সদস্যদের বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক এর সদস্যভুক্ত করার জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

(১৪) উৎসাহ প্রদানঃ

উৎপাদক শ্রেণীকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রণোদনা প্যাকেজ (যেমন ঃ ভর্তুকি, আধুনিক

প্রযুক্তি, পুরস্কার, বিশেষ ঋণ সুবিধা এবং বিনামূল্যে বীজ, সার ও মাছের পোনা ইত্যাদি) প্রদানের ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি অন্যান্য বেসরকারী সংস্থার বিশেষত বিভিন্ন শিল্প সংস্থার সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

(১৫) ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহের জন্য বাজার সৃষ্টি করা ঃ

স্থানীয়ভাবে সরকারী বিভিন্ন খাস জমিতে সমবায় বাজার ও কোল্ডস্টোরেজ স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় ভোক্তা সাধারণের নিকট চাহিদানুযায়ী ন্যায্য মূল্যে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা। বিদ্যমান অবস্থা সাপেক্ষে এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

(১৬) দক্ষ জনবল সৃষ্টিঃ

পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পৃক্ত সমবায়ী ও সহযোগীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিদ্যমান স্থানীয়/জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সদ্ব্যবহার ও প্রয়োজনে আরও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা। অন্যদিকে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা।

(১৭) সমবায় বাজার নেটওয়ার্ক সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিঃ

উপরোক্ত বিভিন্ন কৌশলগত ব্যবস্থার পাশাপাশি সমবায় বাজার নেটওয়ার্কের সহযোগী হিসেবে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গৃহীত হতে পারেঃ

- জাতীয় গণমাধ্যম/কমিউনিটি রেডিও এবং স্থানীয় অন্যান্য মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- পণ্য প্রদর্শন সহজীকরণ।
- পণ্য এবং পণ্যের মূল্য তালিকা প্রদর্শন করা।
- সমবায় বাজারে ভেজালমুক্ত পণ্য সরবরাহ ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- নির্ভেজাল পণ্য সরবরাহ ও বিক্রয় করা।

- সমবায় বাজার কার্যক্রম তদারকির জন্য তদারকি সেল গঠন করা।
- সমবায় বাজার কনসোর্টিয়ামের নিজস্ব রেডিও চ্যানেল স্থাপন করা।
- উক্ত সমবায় সমিতিকে অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাৎসরিক পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(১৮) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণঃ

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ভোক্তা অধিকার আইনের আলোকে করণীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে।

চ. জাতীয়, বাস্তবায়ন ও স্থানীয় পর্যায়ে মনিটরিং ব্যবস্থা স্থাপন নিশ্চিতকরণ ঃ

সমবায় বাজার পরিচালনা নীতিমালা অনুযায়ী সুষ্ঠু তদারকি ও সমন্বয় সাধনের জন্য জাতীয়, বাস্তবায়ন ও স্থানীয় সকল পর্যায়ে নিম্নরূপভাবে পৃথক পৃথক কমিটি গঠন করা ঃ

জাতীয় পর্যায়ে ঃ

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়.....আহবায়ক
সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ.....সদস্য
সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়.....সদস্য
সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়.....সদস্য
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়.....সদস্য
সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়.....সদস্য
অতিরিক্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ.....সদস্য
যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ.....সদস্য
মহাপুলিশ পরিদর্শক.....সদস্য
চেয়ারম্যান, টিসিবি.....সদস্য
মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর.....সদস্য
চেয়ারম্যান, বিআরটিএ.....সদস্য
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড.....সদস্য
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া.....সদস্য

চেয়ারম্যান, বিএডিসি .....সদস্য
মহাপরিচালক, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো .....সদস্য
মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর .....সদস্য
মহাপরিচালক,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর .....সদস্য
মহাপরিচালক, ভোক্তা অধিকার সংর ক্ষণ অধিদপ্তর.....সদস্য
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন .....সদস্য
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন .....সদস্য
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা .....সদস্য সচিব

বাস্তবায়ন পর্যায়ে ঃ

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা.....আহবায়ক
অতিরিক্ত নিবন্ধক (সমিতি ব্যবস্থাপনা), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা .....সদস্য
যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ঢাকা .....সদস্য
যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, চট্টগ্রাম .....সদস্য
যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, খুলনা .....সদস্য
যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রাজশাহী.....সদস্য
যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রংপুর .....সদস্য
যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, সিলেট .....সদস্য
যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, বরিশাল.....সদস্য
যুগ্ম নিবন্ধক ও কনভেনর (সিএমপিসি),সমবায় অধিদপ্তর,ঢাকা ..... সদস্য সচিব

বিভাগ পর্যায়ে ঃ

বিভাগীয় কমিশনার .....আহবায়ক
উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক .....সদস্য
আঞ্চলিক পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর .....সদস্য
আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক .....সদস্য
উপ-পরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর .....সদস্য
উপ-পরিচালক, বিআরডিবি (বিভাগীয় জেলা সদর) .....সদস্য
বিভাগীয় মৎস্য কর্মকর্তা .....সদস্য
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা.....সদস্য
যুগ্ম নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় .....সদস্য সচিব

জেলা পর্যায়েঃ

জেলা প্রশাসক	আহবায়ক
উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
জেলা বন কর্মকর্তা	সদস্য
নির্বাহী প্রকৌশলী(এলজিইডি)	সদস্য
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
পুলিশ সুপার	সদস্য
উপ পরিচালক, বিআরডিবি	সদস্য
জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

উপজেলা পর্যায়েঃ

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	আহবায়ক
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
উপজেলা বন কর্মকর্তা	সদস্য
উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা	সদস্য
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (থানা)	সদস্য
উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি)	সদস্য
সকল ইউপি চেয়ারম্যান	সদস্য
উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য সচিব